# গল্পের মাটি ও আকাশ

অশ্রুকুমার সিকদার



কবিতার পরেই বাংলা সাহিত্য গর্ব করতে পারেতার ছোটগল্পের ঐশ্বর্যভান্ডার নিয়ে। এমন অনেক - অনেক ছোট গল্প ব াংলায় লেখা হয়েছে যা বিশ্বেরসেরা ছোটগল্পের কাছে হার মানবে না। বেশ কয়েক বছর ধরে সেই বাংলা গল্প তন্নতন্ন করেপড়বার সুযোগ আমার সামনে এসেছিল। আমি সাহিত্য আকাদেমির বাংলাউপদেশকমন্ডলীরসদস্য ছিলাম পনেরো বছর ধরে, সেই সদস্যপদের গোড়ার দিকের কথা, আমার প্রস্তাবমতবাংলা গল্প সংকলন দুই খন্ডেপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।প্রথম খন্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তৎকালীন কনভেনর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজিতকুমার ঘে াষ ।দ্বিতীয় খন্ড সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে প্রয়াত কবিতা সিংহ ও আমারওপরে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ারপরেই কবিতা আকাশবাণীর কেন্দ্রকর্তা হিসেবে দ্বারভাঙা অথবা মজফ্ফরপুরেবদলি হয়ে যান। ফলে নামত কবিতা সহযোগী সম্পাদক থাকলেও গোটা কাজটা আমাকে করতে হয়, ভূমিকাটিও আমারলেখা। যখন তৃতীয় খন্ডপ্রকাশের কথা ওঠে তার সম্প াদনার দায়িত্ব এসেপড়ে একলা আমার ওপরে। তৃতীয় খন্ডও যথারীতি প্রকাশ পেয়ে গেলেএকেবারে সম্প্রতিকালের গল্পকারদের গল্প নিয়ে একটি চতুর্থ খন্ডপ্রকাশের প্রস্তাব ওঠে। তখনকার কনভেনর দেবেশ রায়েরনেতৃত্বে বাংলা উপদেশকমন্ডলী এবারেও সেই প্রস্তবিত নতুন সংকলন ওসম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দেয়। কাজ শু হতে-হতেই সেই উপদেশকমন্ডলীরকার্যকাল শেষ হয়, আমারও সদস্যপদ চলে যায়। গঠি তহয় নতুন উপদেশকমন্ডলী, কনভেনরেরও পরিবর্তন হয়।

চতুর্থ খন্ডের জন্য যে-সব গল্পকারের নাম আমি বেছে নিয়েছিলাম, তার অনেকগুলিনতুন উপদেশকমন্ডলীর উপসমিতি মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। আমি অবাক হয়েগিয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম উপসমিতির জনৈক সদস্য তৃতীয় খন্ডে দিনেশ রায়েরঐরাবতের মৃত্যু নামে অসামান্য গল্পের বৈধতা নিয়ে প্রশ্নতুলেছিলেন। তাছাড়া আমি দু-তিনজন গল্পকারের নাম রেখেছিলাম যাঁরা উত্তরবঙ্গে বা অন্য রাজ্যে বসবাস করেচমৎকার বাংলা গল্প লিখছেন। তাঁদের অন্তর্ভুক্তির ন্য ায্যতা নিয়েও উপসমিতির সভায় প্রশ্ন তোলাহয়। আমার মনে হয়েছিল সদস্যরা খোলামনেরপরিচয় দিচ্ছেন না। তাঁরা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর গল্পকারদেরিতুলে ধরতে চান। ফলে আমার মনে হয়সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে আমার সরে আস াটাই ঠিক হবে। সাহিত্য আকাদেমিরআঞ্চলিক সচিব রামকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি নিজেও হবে। সাহিত্য আক াদেমির আঞ্চলিক সচিব রামকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি নিজেওএকজন বেশ ভালো গল্পকার, তাঁর অনুরোধ অমান্য করে ওই উদ্যোগ থেকেনিজেকে সরিয়ে নিই।

কিন্তু উপসমিতির সদস্যদের সঙ্গে মতভেদই এইসম্পাদনার দায় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার একমাত্র কারণ নয়। অ ারও দুটো বড়কারণ ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড সম্পাদনার সময় আমার ওপর কোন বহিরঙ্গচাপ ছিল না। নতুন করে পড়েছি রমেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, জীবনানন্দ, শিবরাম,সতীনাথ, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গল্প। দ্বিতীয় খন্ডের গল্পকারেরাসবাই প্রায় ছিলেন প্রয়াত। প্রয়াত গল্পকারদের স্বজনেরাওকোন সুপারিশপত্র পাঠাননি, চাপ সৃষ্টি করেননি। তৃতীয় খন্ডেরলেখকদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া সবাই জীবিত ছিলেন, শুধু জীবিত ছিলেন না, লেখকহিসেবেও

সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া কারো হয়ে কোনপরামর্শ আসেনি আমার কাছে। গল্পকারেরা নিজেদের গল্পের জোরেবলীয়ান ছিলেন। কালের ছাঁকনি ঝাড়াই-বাছাই করে যাঁদের দিয়ে দিয়েছে।তৃতীয় খন্ডের মধ্যে সুপা রিশের গল্পটি বোধহয় সবচেয়ে দুর্বল গল্প।ওই বাবদে আমার মনে অনুতাপ আছে। কিন্তু যেই একেবারে সমকালে চলেএলাম, অমনি সরে গেল কালের সহযোগিতা। এবার দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে,কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত ছিলামই। কেননা, সেখানেইতো হবে আমাদের সম্পাদক হিসেবে যোগ্যতার যথার্থ বিচার। সেই বিচ ারশক্তিরপরিচয় তৃতীয় খন্ডের কিছু গল্পের ক্ষেত্রে আমি ইতিমধ্যেইদিয়েছিলাম।কিন্তু যেই জানাজানি হয়ে গেল আমি সমকালীন গল্পের একটা সংকলনেহাত দিয়েছি, অমনি ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে হাতে-হাতে এসে পৌঁছুতে লাগলগল্পক ারদের চিঠিসহ তাঁদের গল্পের বই, গল্প - সম্বলিত পত্রিকারকোন-কোন সংখ্যা, গল্পের জেরক্স কপি, না চাইতে। অনেকের কাছে আমিচেয়েছি, তাঁরা পাঠিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ । কিন্তু না চাইতে পাঠানোবই-পত্রিকা -জেরক্স কপিতে আমি যেন ল্লাবিত হয়ে গেলাম। প্রত্যেকিটপ্যাকেটের মধ্যেঅনতিপ্রচ্ছন্ন চাপ, তাঁর একটি গল্প নির্বাচিতহোক।

এই চাপও আমাকে তেমন বিচলিত করেনি। বিচলিত করেছিল অন্য একটি উপলব্ধি। যে কথা বলার জন্যে নিজের কথ া এমনসাতকাহন করে বলেছি। প্রত্যেকটি খন্ডেপঁচিশ - ত্রিশটি গল্প থাকবে, এমনি ছিল মোটামুটিঅভিপ্রায়। কিন্তু অনেক পড়ে অনেক ভেবে দেখলাম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়খন্ডের জন্য যে সব গল্প বাছাই করা গিয়েছিল, তেমন মানের গল্প ব াছতেগেলে আমি চতুর্থ খন্ডের জন্য বড়জোর পনেরো - ষোল জন গল্পকারেরগল্প বেছে নিতে পারি। আমার মনের নিঃসংশয় অনুমোদন পেতে পারে ওইক-জন গল্পলেখক ।আর যদি শিথিল করি বাছাইয়ের মান তাহলে সংকলিত হব ার জন্যে দাবি জানাতে পারেনপঞ্চাশজনেরও বেশি গল্পকার। শক্ত হাতে বাছাই করলে চতুর্থ খন্ড হয়ে যেতে পারতকৃশ, আর ঢিলেভাবে নির্বাচন করলে খন্ড হয়ে যেত পৃথুলকায়। যে উদ্দীপনা নিয়ে আমি কাজ শুকরেছিলাম, সেই উদ্দীপনা খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেল।

যাঁরা আমার, অন্তর্নিহিত মানদন্ডউত্তীর্ণ হচ্ছিলেন না তাঁদের মধ্যে অনেক বেশপ্রতিষ্ঠিত, তাঁদের নিয়ে পত্রিকায় -পত্রিক ায় অনেক প্রচার।পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোধীর ভট্টাচার্যের মত বিদগ্ধ মানুষ তাঁদের কাউকে-কাউকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। কারো অনেকগল্প - সংকলনও বেরিয়েছে, কারো বেরিয়েছে খন্ডে- খন্ডে সমস্তগল্পের সংগ্রহ। কিন্তু দুর্ভ াগ্যক্রমে এই সময়ের কথাসাহিত্যের বড় দোষসাংবাদিকতা। একজন মহিলা সাংবাদিক মেট্রোরেলের স্টেশনে অন্য এক মহিলাকেনিগ্রহের হাত থেকে বাঁচান। সেটা খবরের কাগজে, সাংবাদিকতার ভাষায়, স্টোরি হয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকরে। সেই খবরের কাগজের স্টোরি - কে কিঞ্চিৎ অদল-বদল করে লেখা হয়েযায় একটাছোট উপন্যাস। যেখানেঅব্যবহিত কোন স্টোরি-র প্রেরণা নেই, সেখানে ইদানীংকার অনেকছোটগল্পই সাংবাদিকতাধর্মী । হাতে - গরম সাংবাদিক বাস্তবত াকল্পনার সামান্য মিশ্রণে ছোটগল্পের, এমনকি উপন্যাসের চেহারা নেয়। যা হতে পারত সাংবাদপত্রেরপাতায় বিবরণধর্মী রিপোর্টাজ তাই হয়ে ওঠে গল্প। গ্রামের ইস্কুলে, বস্তির ইস্কুলে ছেলেমেয়েরাশুকনো পাতার মত ঝরে যায়, খসে পড়ে, গ্রামের পর গ্রাম থাকে বিদ্যুতেরআলোর বাইরে, দালালের খপ্পরে পড়ে কাশিল্পীরা, টুরিস্ট স্পটেনিম্নবিত্ত ন ারী পণ্যাঙ্গনা হতে বাধ্য হয়, গুণ্ডিরির সনাতন ব্যবসা যেমনচলতে থাকে, তেমনি চলে মাস্টারি - ডাক্তারির আধুনিক ব্যবসা। ড্রাগেরবিষ সমাজশরীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। চুনাও বা নির্বাচনের রাজনীতিরধাপ্পাবাজির ব্যবসা চলতেই থ াকে। জাতিযুদ্ধ--- খুন ধর্ষণ আগুন দলিল - হত্যামিডিয়ার উত্তেজক খাদ্য। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে শীতঘুম।জীবন চলে ভিডিও আর টিভি সিরিয়ালকে কেন্দ্র করে। সরকারি সমর্থনেদাপিয়ে বেড়ায় ক্যাডার, অন্যদিকে বা তিল বলে গণ্য হয় পুরনো কম্যুনিস্ট। চলেপ্রমোট ারেররমরমা ব্যবসা। কোন হতাশ - নকশাল ক্লান্তিতে মুহ্যমান, অন্যেরা ঝাঁকেরকই হয়ে ঝাঁকে মিশে যায়। কলকারখানা বন্ধ, একদিকে শ্রমজীবীর বেকারি, অন্যদিকে নানা উঞ্ছবৃত্তি করে বেঁচেথাকবার মর্মান্তিক উদ্যোগ। আবার নতুন কারখানা বা বাঁধ তৈরির জন্য,উন্নয়নের নামে মানুষ উৎখাত হয়। টেকসাস থেকে বৃদ্ধ মায়ের কাছেসন্তানের টেলিফোন আসে। টেলিফোন কেন্দ্রিক এখন মানুষের সম্পর্ক। এখনহাজার রকম ইদানীংকার জীবন-যাপনের চেহারা উঠে আসে বাংলা গল্পে, অনেকসময় নিছক রাজনৈতিক আইড়িয়ার প্যাকেজে

সুসজ্জিত হয়ে।

ইদানীংকার কথা তো গল্পে থাকবেই,চারদিকের সতত সঞ্চরমান জীবনই হবে গল্পকারের যাত্রারম্ভের বিন্দু। কিন্তুযাত্রা শু করে থেমে গেলে কি চলবে ? ইদানিংথেকে যাত্রা কিন্তু তারপর তাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। পুকুরে ঢিল ফেলেলে,বৃত্তাক ারে ঢেউ ওঠে, ছোট বৃত্ত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে বড় বৃত্তের দিকে।ইদানীংকার গল্পে সেই বড় বৃত্ত দুর্লভ দেখে বেদনা বে াধ করি। দিনেশ রায়ের ঐরাবতের মৃত্যু গল্পেঅরণ্যের অন্ধকারে ইদানীংকার উপদ্রব চোরাশিকারীদের কথা অ াছে,দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক মিছিল গল্পে কম্যুনিস্ট আন্দোলনেরত্রিধারার দ্বন্দ্বসংঘাতের কথা অছে, অমলেন্দু চত্রবর্তীর আর্য অনুপ্রবেশ ও গোবর্ধন কাঁড়া গল্পে হাউসিং কমপ্লেক্সেরবিস্তার ও চাষের জমি গ্রাসেরকথা আছে। কিন্তু এইসব অসামান্য গল্পে গল্পকারেরা নিতান্ত সাম্প্রতিকতার সাংবাদক গন্ডির মধ্যেজড়োসড়ো হয়ে থাকেননি, ডালাপাল া. মেলে দিয়েছেন দিগন্তে। নজরটা যেমনপায়ের তলার মাটিতে থাকবে, তেমনি মাথার উপরে আকাশে থাকবে। তবেইগল্প বাসি হবে না, তার মধ্যে এসে যাবে স্থায়িত্বের মহিমা। আমাদের বড়আপন, অতি-চেনা গল্পকার সত্য মন্ডল সেই মাটি আর আকাশকে এক বৃত্তেআনার শক্তির প্রমাণ দিয়েছিল অন্নদাতা গল্পে। ওই রকম গল্পেরজন্যে তাকিয়ে থা কি, না-পেলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com